৭৮

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 20 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

নারায়ণগঞ্জ গণবিদ্যা নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়

শিক্ষার্থী ও অভিভাবক মহলে চরম অসন্তোষ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ নারায়ণগঞ্জের গণবিদ্যা নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ে আর্থিক অপচয়, শিক্ষক নিয়োগের অনিয়ম ও ছাত্র ভর্তিতে কারচুপিসহ ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব অভিযোগ অভিভাবক মহলের। তারা জানান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির এসব দুর্নীতি সম্পর্কে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি সম্যকভাবে অবগত থাকার পরেও এ ব্যাপারে কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষকের এসব কর্মকাণ্ডের জের সংক্রামিত হচ্ছে শিক্ষার্থীদের মধ্যেও। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাদের লেখাপড়া। বিদ্যালয় পরিচালনায় এই অব্যবস্থাপনা প্রত্যক্ষ করে অভিভাবক মহলও বেশ উদ্বিগ্ন।

আর্থিক অপচয় ও অনিয়ম সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগে জানা যায়, গত বছরের গোড়ার দিকে বিদ্যালয়ের বেঞ্চ তৈরি বাবদ মিস্ত্রি মজুরি পাওয়া হয় ৬ হাজার টাকা। কাঠমিস্ত্রির এই বিল পরিশোধের জন্য প্রধান শিক্ষক ১২/৪/৯৩ তারিখে সুপারিশ করে। আবার একই বিলে প্রধান শিক্ষক ৩০/৬/৯৩ তারিখ দিয়ে ৬ হাজার টাকার এই বিল পাস করে দেন। বিষয়টি অভিভাবক মহলের কাছে বেশ রহস্যজনক। কিন্তু আরও মজার ব্যাপার প্রধান শিক্ষক কর্তৃক ৩০/৬/৯৩ এই বিল পাস করে দেয়ার পর ৯/৩/৯৪ তারিখে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির বরাবরে প্রধান শিক্ষকের লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের কারণিক সাহাবুদ্দিন ও সহকারী শিক্ষক আলতাফ হোসেন তার ওপর চাপ প্রয়োগ করে কাঠমিস্ত্রির বিল বাবদ ৬ হাজার টাকার পরিবর্তে দু'টি বিলের মাধ্যমে ১২ হাজার টাকার বিল পাস করিয়ে নিয়েছে। অর্থ কারচুপির এ বিষয়টি সভাপতিকে জানানো জন্য, উপরোক্ত ব্যক্তিদ্বয় প্রধান শিক্ষককে হুমকি প্রদর্শন করে বলেও তিনি তাঁর দরখাস্তে উল্লেখ করেন। এতসবের পরেও ম্যানেজিং কমিটি বিষয়টির কোন সুরাহা না করে ঝুলিয়ে রেখেছে বলে অভিভাবক মহলের অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।

বর্ণিত এই সহকারী শিক্ষকের বিরুদ্ধে এ ধরনের আরও অনেক অভিযোগ শোনা গেছে। '৯৩ সালে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য একজন ছাত্রের ভর্তিফরম তিনি নিজেই পূরণ করেন এবং ফরমের অভিভাবকের স্বাক্ষরের ছকে তিনি নিজেই অভিভাবকের নামে জাল স্বাক্ষর করেন। এরপর এই ছাত্রের ভর্তির জন্য প্রযোজ্য সেশনচার্জ প্রধান শিক্ষক দ্বারা মওকুফ করিয়ে ছাত্রকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করান। কিন্তু ছাত্রের অভিভাবক থেকে সেশনচার্জ ঠিকই আদায় করা হয়েছে বলে জানা যায়। ইতোপূর্বে এ ধরনের একাধিক ঘটনায় অভিযুক্ত হয়ে এই সহকারী শিক্ষক একবার চাকরিও হারিয়েছেন। কিন্তু রহস্যজনকভাবে তিনি পুনরায় চাকরিতে বহাল হয়ে একইভাবে অনুরূপ কাজ অব্যাহত রেখেছেন বলে জানান অভিভাবক মহল।

বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারেও ম্যানেজিং কমিটির বিরুদ্ধে বেআইনী কার্যকলাপের অভিযোগ করেছেন অভিভাবক মহল। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে কমিটিতে মতানৈক্য দেখা দিলে ম্যানেজিং কমিটির একজন সদস্য এ ব্যাপারে আদালতে মামলা দায়ের করেন। আদালত থেকে এই নিয়োগের ব্যাপারে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। কিন্তু কমিটির চেয়ারম্যান আদালতের এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে উক্ত বিতর্কিত ব্যক্তিকেই প্রধান শিক্ষক হিসাবে নিয়োগদান করেন। এ ব্যাপারটিও অভিভাবক মহলে বেশ ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা যায়।

অভিভাবক মহল জানান, গণবিদ্যা নিকেতনে নিত্যদিনের এসব ঘটনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে এক নৈরাজ্যকর অবস্থা বিরাজ করছে। ম্যানেজিং কমিটি বিষয়গুলো সম্পর্কে অবহিত থেকেও সুরাহার ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। ফলে বিদ্যালয়ের সার্বিক ব্যবস্থাপনা দিন দিনই খারাপের দিকে যাচ্ছে বলে তারা জানান।